তারিখ 25 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

দৈনিক
আমাদের সময়

১৫ বছরের ফল বিশ্লেষণ

সিলেটে বাড়ছে শিক্ষার হার

নুরুল হক শিপু, দক্ষিণ সুরমা ●

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর থেকে সিলেট বিভাগে শিক্ষার হার বাড়ছে। এর আগে দেশের অন্যান্য বিভাগের চেয়ে সিলেট বিভাগ শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে ছিল। শিক্ষার্থী ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বর্তমানে শিক্ষার হার বেড়েই চলছে। সিলেট শিক্ষাবোর্ডের অধীনে এসএসসির টানা ১৬ বারের ফল এবং এইচএসসির ১৫ বারের ফল বিশ্লেষণ করে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

অবশ্য সিলেট শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান একেএম গোলাম কিবরিয়া তাপাদার আমাদের সময়কে বলেছেন, এসএসসি ও এইচএসসির ফলের পরিবর্তনে সন্তুষ্ট হলেও গুণগত পরিবর্তনে সন্তুষ্ট নন তারা। শিক্ষার গুণগত পরিবর্তনের জন্য বর্তমানে কাজ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই জানিয়ে তিনি বলেন, সিলেটে টিচার্স ট্রেনিং কলেজ রয়েছে। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষকরা ট্রেনিং গ্রহণ করে বাড়িতে ফিরার আগেই ৯০ ভাগ ভুলে যান। তাই প্রত্যেকটি উপজেলায় শিক্ষকদের জন্য ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। বর্তমানে বিভাগের ১৫ ভাগ উপজেলায় এ ব্যবস্থা থাকলেও ৮৫ ভাগ উপজেলায় নেই।

২০০০ সালে দক্ষিণ সুরমার আলমপুরে নিজস্ব ভূমিতে অনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় সিলেট বিভাগীয় শিক্ষাবোর্ডের। পরের বছর ২০০১ সালে প্রথম এসএসসি ও এইচএসসির ফলাফল প্রকাশ করা হয় সিলেট শিক্ষাবোর্ডের অধীনে। শুরুর দিকে ফলাফল তেমন ভালো করতে না পারলেও ২০০৯ সাল থেকে পরীক্ষার্থী, পাসের হার ও জিপিএ-৫ বাড়তে থাকে।

এসএসসি : ২০০১ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ২৫ হাজার ১৭৬ জন। উত্তীর্ণ হয় ৯ হাজার ৮২৫ জন। জিপিএ-৫ পায় দুজন মেয়ে। পাসের হার ৩৯ দশমিক ৩ শতাংশ।

২০০২ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৩২ হাজার ৮৫১ জন। উত্তীর্ণ হয় ১৩ হাজার ৭৮৬ জন । জিপিএ-৫ পায় ১৮ জন। পাসের হার ৪১ দশমিক ৯৭ শতাংশ।

২০০৩ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৩০ হাজার এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

সিলেটে বাড়ছে শিক্ষার হার

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) ৫৪২ জন। উত্তীর্ণ হয় ১৩ হাজার ৭৯০ জন। পাসের হার ৪৫ দশমিক ১৬ শতাংশ। জিপিএ-৫ পায় ১০ জন।

২০০৪ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ২৮ হাজার ১৭২ জন। উত্তীর্ণ হয় ১৪ হাজার ৭৮৮ জন। পাসের হার ৫২ দশমিক ৪৯ শতাংশ। জিপিএ-৫ পায় ৩৪৮ জন।

২০০৫ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ২৯ হাজার ৪৫৯ জন। উত্তীর্ণ হয় ১৪ হাজার ২৮০ জন। পাসের হার ৪৮ দশমিক ৪৭ শতাংশ। জিপিএ-৫ পায় ৪৭৩ জন।

২০০৬ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৩১ হাজার ৮৪ জন। উত্তীর্ণ হয় ১৭ হাজার ৫৬৮ জন। পাসের হার ৫৬ দশমিক ৫৭ শতাংশ। জিপিএ-৫ পায় ৩৮৫ জন।

২০০৭ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৩২ হাজার ৩০২ জন। ১৫ হাজার ২৭০ জন উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ৪৭ দশমিক ২৭ শতাংশ। জিপিএ-৫ পায় ৭৯৩ জন।

২০০৮ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৩১ হাজার ৭৩৬ জন। ১৭ হাজার ১০০ জন উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ৫৩ দশমিক ৮৮ শতাংশ। এ বছর জিপিএ-৫ পায় ৬২৩ জন।

২০০৯ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৩৭ হাজার ৪০৮ জন। ২৯ হাজার ৪৪৩ জন উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ৭৮ দশমিক ৭১ শতাংশ। জিপিএ-৫ পায় ১ হাজার ৮৯৬ জন।

২০১০ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৪১ হাজার ২৩৩ জন। ৩২ হাজার ৩৩৬ জন উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ৭৮ দশমিক ৪২ শতাংশ। জিপিএ-৫ পায় ১ হাজার ৯৭৮ জন।

২০১১ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৪৮ হাজার ৪৭৮ জন। ৩৯ হাজার ৩৭৮ জন উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ৮১ দশমিক ২৩ শতাংশ। জিপিএ-৫ পায় ২ হাজার ১৪৮ জন।

২০১২ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৫৮ হাজার ৩৩৬ জন। এ বছর ৫৩ হাজার ৫৭৯ জন উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ৯১ দশমিক ৭৮ শতাংশ। জিপিএ-৫ পায় ২ হাজার ৬১১ জন।

২০১৩ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৫৮ হাজার ৫০৬ জন। ৫২ হাজার ৪৫ জন উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ৮৮ দশমিক ৯৬ শতাংশ। জিপিএ-৫ পায় ২ হাজার ৭৮৯ জন।

২০১৪ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৬৮ হাজার ৮৫ জন। ৬০ হাজার ৭৫০ জন উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ৮৯ দশমিক ২৩ শতাংশ। জিপিএ-৫ পায় ৩ হাজার ৩৪১ জন।

২০১৫ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৭২ হাজার ২৪ জন। ৫৮ হাজার ৯৩২ জন উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ৮১ দশমিক ৮২ শতাংশ। জিপিএ-৫ পায় ২ হাজার ৪৫২ জন।

সর্বশেষ চলতি বছরে (২০১৬) ৮৪ হাজার ৪৪৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭১ হাজার ৫৮৬ জন পাস করে। পাসের হার ছিল ৮৪ দশমিক ৭৭ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ২৬৬ জন।

এইচএসসি : ২০০১ সালে ১৫ হাজার ৪১৮ জন। ৪ হাজার ৭২৩ জন উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ৩০ দশমিক ৬৩ শতাংশ। কেউ জিপিএ-৫ পায়নি।

২০০২ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ১৫ হাজার ২০৫ জন। ৪ হাজার ৩৬২ জন উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ২৮ দশমিক ৬৯ শতাংশ। কেউ জিপিএ-৫ পায়নি।

২০০৩ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ১৭ হাজার ৬৯৪ জন। ৫ হাজার ৯০৭ জন উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ২৭ দশমিক ৯০ শতাংশ। কেউ পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ পায়নি।

২০০৪ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ১৯ হাজার ২৩১ জন। ৮ হাজার ৯৭৮ জন উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ৪৬ দশমিক ৬৯ শতাংশ। জিপিএ-৫ পায় ৭৮ জন।

২০০৫ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ১৭ হাজার ১০৫ জন। ৭ হাজার ৫৯৪ জন উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ৪৪ দশমিক ৪০ শতাংশ। জিপিএ-৫ পায় ১০৮ জন।

২০০৬ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ১৮ হাজার ৬৬৭ জন। ১২ হাজার ২১৮ জন উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ৬৫ দশমিক ৪৫ শতাংশ। জিপিএ-৫ পায় ১৫৪ জন।

২০০৭ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ১৯ হাজার ৯৭২ জন। ১১ হাজার ১৯৮ জন উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ৬৫ দশমিক ৯৮ শতাংশ। জিপিএ-৫ পায় ৩১৪ জন।

২০০৮ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ১৯ হাজার ৩৬৬ জন। ১৩ হাজার ৭৮২ জন উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ৭১ দশমিক ১৭ শতাংশ। জিপিএ-৫ পায় ৪২৫ জন।

২০০৯ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ১৮ হাজার ১৩৬ জন। ১৩ হাজার ৪১৩ জন উত্তীর্ণ হয় এবং পাসের হার ৭৩ দশমিক ৯৬ শতাংশ। জিপিএ-৫ পায় ৪৩৯ জন।

২০১০ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ১৯ হাজার ৮২০ জন। ১৫ হাজার ৮৭ জন উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ৭৬ দশমিক ১২ শতাংশ। জিপিএ-৫ পায় ৬০০ জন।

২০১১ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৩০ হাজার ৮৯৪ জন। ২৩ হাজার ৩৮১ জন উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ৭৫ দশমিক ৬৮ শতাংশ। জিপিএ-৫ পায় ৮৮৭ জন।

২০১২ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৩৭ হাজার ৩৭২ জন। ৩১ হাজার ৯০৩ জন উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ৮৫ দশমিক ৩৭ শতাংশ। জিপিএ-৫ পায় ২ হাজার ৬৫ জন।

২০১৩ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৪২ হাজার ৯৮০ জন। ৩৪ হাজার ৯ জন উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ৭৯ দশমিক ১৩ শতাংশ। জিপিএ-৫ পায় ১ হাজার ৫৩৫ জন।

২০১৪ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৫৭ হাজার ৫৬১ জন। ৪৫ হাজার ৫৬৮ জন উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ৭৯ দশমিক ১৬ শতাংশ। জিপিএ-৫ পায় ২ হাজার ৭০ জন।

২০১৫ সালে পরীক্ষায় অংশ নেয় ৫৭ হাজার ৭০২ জন। ৪৩ হাজার ২৮ জন উত্তীর্ণ হয়। পাসের হার ৭৪ দশমিক ৫৭ শতাংশ। জিপিএ-৫ পায় ১ হাজার ৩৫৬ জন।

উল্লেখ্য, আগামী ১৩ আগস্ট ২০১৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ফল প্রকাশিত হওয়ার কথা রয়েছে।